দৈনিক
ইনকিলাব
07 DEC 2008

রংপুর ভার্সিটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শিক্ষার প্রসার মানোন্নয়ন ও সহজলভ্য করতে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

—প্রধান উপদেষ্টা

হালিম আনছারী, রংপুর সংবাদদাতা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, একজন মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। এজন্য প্রতিটি নাগরিককে দেশ তথা রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার পৃঃ ১৮ কঃ ১৪

শিক্ষার প্রসার মানোন্নয়ন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কোন বিকল্প নেই। এই চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা থেকে শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন ও সহজলভ্য করতে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি গতকাল (শনিবার) কারমাইকেল কলেজ সংলগ্ন ৭৫ একর জমির ওপর রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এজন্য উচ্চ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে, যার চাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। আসন প্রতি ২০-৩০ গুণ বেশি শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়াটা নিঃসন্দেহে আনন্দের।

তিনি বলেন, চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারী রংপুরে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রংপুরে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ঢাকায় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তা অনুমোদনও দেয়া হয়। ২১ অক্টোবর ভিসি নিয়োগ দেয়া হয় এবং ২২ অক্টোবর শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান রংপুর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যক্রম চালুর ঘোষণা দেন ও শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা আজ ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে রূপ পেল। অচিরেই এটি আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে পরিপূর্ণভাবে আবির্ভূত হবে। এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় অধিকহারে অংশ নিতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতি বিজড়িত রংপুর শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প চর্চায় বরাবরই অগ্রসর অঞ্চল। তেভাগা আন্দোলনসহ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষের সাহসী ভূমিকা রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজের পাশাপাশি এই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মননের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলকে আলোকিত করবে বলে তিনি আশা করেন। সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে তিনি সকলকে সর্বদা সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে ১২টি পুরনো জেলায় একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে উঁচু মান সমুন্নত রাখতে রংপুরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হলো। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ও রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এম লুৎফর রহমান। এসময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, শিক্ষা সচিব মমতাজুল ইসলাম, মন্ত্রী পরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও রংপুরের সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাকে সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতি মানবসম্পদ উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষাকে অন্যতম কার্যকর কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক, কারিগরি এবং শ্রম বাজার, উপযোগী শিক্ষা ও অর্থবহ নিবিড় প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর সাথে নৈতিক মূল্যবোধকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে আমরা শিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়নের চেয়ে গুণগত উন্নয়নের ওপর অধিক প্রাধান্য দিচ্ছি।

তিনি সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা অবধি বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরেন। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, শিক্ষার সুষম সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও আইসিটি শিক্ষার সম্প্রসারণ, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ এবং শিক্ষার সব স্তর থেকে নকল ও দুর্নীতি পরিহার এবং শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও বাজেট বরাদ্দও দিয়ে আসছে।

জানা যায়, প্রায় ১শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫ একর জমির ওপর কারমাইকেল কলেজ সংলগ্ন রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হল, উপাচার্যের অফিস কাম বাসভবন, মসজিদ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ডরমেটরি, ক্যাফেটেরিয়া, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হবে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর অফিস সূত্র জানায়, এই প্রকল্পের জন্য রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে পিডি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি ৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে তারা আশা করছেন।